খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠার ৬ বছরেও শিক্ষা সেবা ও গবেষণা নেই

বিশেষায়িত হাসপাতালে অস্থায়ী ক্যাম্পাস চালুর প্রস্তাব

হাসান হিমালয়, খুলনা

প্রকাশ: ০৯ জুলাই ২০২৬ | ০৮:৫২

| প্রিন্ট সংস্করণ

প্রতিষ্ঠার ৬ বছরেও শুরু হয়নি খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম। নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকা, জমি অধিগ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নে সময় লাগায় চিকিৎসকরা অলস সময় কাটাচ্ছেন। ভাড়া করা বাড়িতে অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপন করায় শুধু ভাড়া বাবদ বছরে ব্যয় হচ্ছে প্রায় ৩৬ লাখ টাকা। এ অবস্থায় খুলনা বিশেষায়িত হাসপাতালে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়টির কর্মকর্তাদের ভাষ্য, সরকারি হাসপাতালে অস্থায়ী ক্যাম্পাস চালু হলে দ্রুত সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে। তখন স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করায় সেবার মানও বাড়বে। এ ছাড়া বিপুল পরিমাণ বাড়তি ব্যয় সাশ্রয় হবে।

প্রস্তাবটির বাস্তবতা যাচাইয়ে গতকাল বুধবার রাতে খুলনায় এসেছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এএনএম মঈনুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল। তারা খুলনা বিশেষায়িত হাসপাতালটি পরিদর্শন করে অস্থায়ী ক্যাম্পাস হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি ঘুরে দেখবে এবং অংশীজনদের মতামত নেবে। পরবর্তী সময়ে ঢাকায় ফিরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

২০২১ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সংসদে আইন পাসের মধ্য দিয়ে খুলনায় ‘শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়’ যাত্রা শুরু করে। ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশের মাধ্যমে এর নাম পরিবর্তন করে রাখে ‘খুলনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়’। ২০২১ সালেই নিরালা আবাসিক এলাকার একটি ভবনের ৬টি ফ্লোর ভাড়া করে অস্থায়ী প্রশাসনিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়। সেখানে উপাচার্যসহ কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ৪২।

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনে ২০২৪ সালের ৯ মে একনেকে ১ হাজার ৮৭৪ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদিত হয়। দুই বছর অতিবাহিত হলেও ক্যাম্পাসের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডা. রফিকুস সালেহীন বলেন, জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ করে ভবন নির্মাণ এবং সেখানে স্থানান্তর হতে সময় লাগবে ৭ থেকে ৮ বছর। এই দীর্ঘ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বন্ধ থাকতে পারে না। এ জন্য বড় কোনো হাসপাতালে অস্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্য জায়গা খোঁজা শুরু করি। বেশ কয়েকটি স্থান দেখে খুলনা বিশেষায়িত হাসপাতালে অস্থায়ী ক্যাম্পাস তৈরির জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। প্রস্তাবের বাস্তবতা যাচাইয়ে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা খুলনায় এসেছেন।

খুলনা বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক ডা. শেখ আবু শাহীন বলেন, আগে এক দিন উপাচার্য ও জেলা প্রশাসক হাসপাতাল ঘুরে দেখেছেন। বৃহস্পতিবার মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারাও দেখবেন। বিষয়টিকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে দেখছি। আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।